চলন্তিকা চিত্র প্রতিষ্ঠানের
মাটি ও মানুষ

সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "অমল-তরুর আত্মকথা" কাহিনী অবলম্বনে

চলন্তিকার মাটি ও মানুষ

পরিচালনা সুধীরবন্ধু

কর্ম্মিবৃন্দ

প্রযোজনা : প্রফুল্ল চন্দ্র চৌধুরী
কাহিনী ও চিত্রনাট্য : সুধীরবন্ধু
গীতিকার : সুধীরবন্ধু, মোহিনী চৌধুরী ও হরিচরণ দাস
সুরশিল্পী : খগেন দাশগুপ্ত
আলোকচিত্রশিল্পী : দিবেন্দু ঘোষ
শব্দধর : পরিতোষ বসু
শিল্প নির্দ্দেশক : শুভ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক : শ্যাম দাস
প্রধান কর্ম্ম সচিব : নরেশ চৌধুরী
প্রচার সচিব : অমলেন্দু রায়চৌধুরী
যুগ্ম-ব্যবস্থাপক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিতাই সরকার
রূপায়নে : ত্রিলোচন পাল
সাজ-সজ্জায় : সন্তোষ নাথ
সহকারী : পরিচালনায়—অংশু মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, দেবল দাস ও মাধব বসু
আলোকচিত্রে—সুধাংশুবিকাশ ঘোষ, বীরেন কুশারী ও চুনিলাল চট্টোপাধ্যায়।
শব্দযন্ত্রে—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গা মিত্র ও জগদীশ চক্রবর্ত্তী।
সম্পাদনায়—শিব ভট্টাচার্য্য। রূপায়নে—সুরেশ কর্ম্মকার।
ব্যবস্থাপনায়—রবীন দত্ত।

চরিত্রলিপি

নরেশ মিত্র
বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়
সুধীর চট্টোপাধ্যায়
অমর চৌধুরী
হরিধন মুখোপাধ্যায়
তুলসী চক্রবর্ত্তী
নবদ্বীপ হালদার

বাণীব্রত মুখোপাধ্যায়, হেম গুপ্ত, বিজলী মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ, বাদল চট্টোপাধ্যায়, দেবল দাস, জলধর ঝাঁ, নারায়ণ দাস, সুবল দত্ত, রবীন দত্ত ... ...

শ্রীমতী গীতশ্রী

কুমারী শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়, কুমারী মণিকা ঘোষ
রেবা বসু, শঙ্করী ঘোষ, আশা বসু, পুষ্পকুমারী, মেনকারাণী, শঙ্করী মুখোপাধ্যায় ... ...
স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণ—লক্ষ্মী, টুলু, লাল্টু, কেষ্ট, চার্লি, ভাস্কর, গীতা, ছায়া, ছবি, কৃষ্ণা, বেবী, পুটু, অনন্তা, অজেয়া, মঞ্জু। ... ...

ঈষ্টার্ণ টকিজ ষ্টুডিওতে গৃহীত • পরিবেশক : সেণ্ট্রাল ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স লিঃ

কাহিনী

মাটিই ডেকে আনে মানুষের সঙ্গে মানুষের সঙ্ঘর্ষ! পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা, প্রভু-ভৃত্য সব সম্পর্ক ভেসে যায় সেই সঙ্ঘর্ষে! তেমনি এক সঙ্ঘর্ষের ইতিহাস এই চিত্রের মূল আবেদন। সীতারামপুরের বনিয়াদী জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়চৌধুরী তাঁর দত্তকপুত্র বিশ্বদেব ও একমাত্র দৌহিত্রী তরুবালা দেবী ওরফে পাখীকে বিয়ে দিয়ে তিনি

সংসার হতে ছুটি নিলেন। বিষয়কে দূরে সরিয়ে রেখে তিনি মন ঢেলে দিলেন ভগবৎ উপাসনায়! কিন্তু কাশীবাস, নিত্য-গঙ্গাস্নান ও বিশ্বনাথ দর্শনের মধ্যেও কৃষ্ণকান্ত রাজসিকতাকে বর্জ্জন করতে পারলেন না! খানদানীর আড়ম্বরটি তাঁর ঠিকই রইলো। বংশদণ্ড হাতে যে দারোয়ানটি তাঁকে দেবদর্শনে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতো—তারই মধ্যে কি লুকিয়ে ছিল বিষয়ের যোগসূত্র? হয়ত তাই! তাই বুঝি বিষয়কে তিনি ছাড়তে চাইলেও বিষয় তাঁকে ছাড়লে না! সুরু হ'লো বৈষয়িক-সংগ্রামের প্রথম অধ্যায়! সংগ্রামে পুত্রের কাছে তাঁর পরাজয় হ'লেও—পরিশেষে বৈষয়িক মোহ কাটিয়ে তিনি জয়লাভ করলেন। মাটির নেশা আর তাঁকে ধ'রে রাখতে পারলো না! কৃষ্ণকান্ত মুক্ত হ'লেন এবং এই কাহিনীতে তিনিই হ'লেন একমাত্র জয়ী পুরুষ!

দ্বিতীয় অধ্যায় দত্তকপুত্রের দম্ভে ভরে উঠলো! মাটির নেশায়

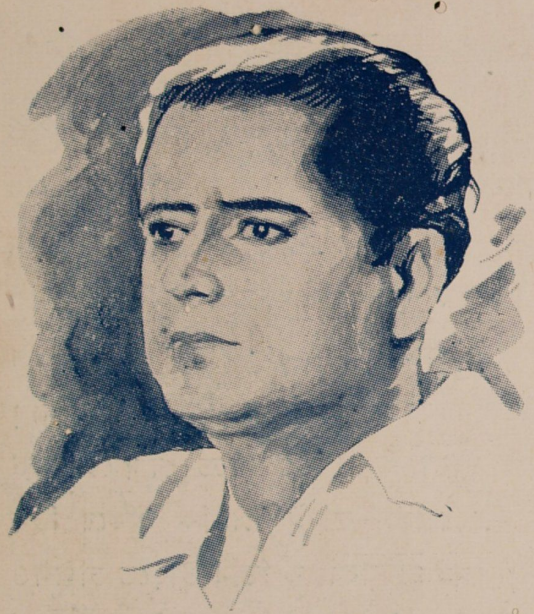

ধরাকে সে সরা জ্ঞান করলো! জীবনসন্ধ্যায় তার অনুশোচনার জ্বালা—মানুষকে ডেকে কি ব'লে গেল—কে জানে?

তৃতীয় অধ্যায় সুরু হ'লো সঙ্ঘর্ষের এক বিরাট পটভূমিকার উপর। একদিন ছিল,—সেদিন তাদের বাইরের সম্পদ্ ছিল না বটে; কিন্তু ছিল মনের সম্পদ্ প্রচুর! মানুষ মানুষকে ভালবেসেছে। সে কী ভালবাসা! সে কী প্রেম! দারিদ্র্য সেখানে ভয় পায় প্রবেশ করতে,—অভাব সেখানে কুর্ণিশ জানিয়ে প্রস্থান করে। কোন আঘাতেই সে প্রেম ভাঙবে না, প্রেমিক সম্রাটের সমাধিতলে এই ছিল তাদের শপথ!

কিন্তু—

কিন্তু সেই প্রেমের মন্দিরেও একদিন ফাটল ধরলো! অখণ্ড ভালবাসার সে দুর্গও একদিন ভেঙে গেল! ঐশ্বর্য্য লোভাতুর মানুষ ধরা দিল মাটির ফাঁদে! দিগন্তের কোণে মিলিয়ে গেল প্রেমের করুণ রাগিনী! ঐশ্বর্য্যের উগ্র রাগ ডেকে আনলো অবলম্বনের প্রশ্ন!

পূর্ব্বে রাজঐশ্বর্য্য ছিলও না—ভোগ করবার প্রশ্নও ছিল না। বাবুইহাটির ছোট্ট পরিধিতে ছিল শুধু প্রেমের ঐশ্বর্য্য! কিন্তু সীতারামপুরের

বিস্তীর্ণ মাটিতে পা দিতেই—জেগে উঠলো—এত বড় জমিদারী ভোগ করবে কে? কাকে দিয়ে যাবে এই পরগণাজোড়া মাটি? মাটির উগ্র উত্তাপে আরও উগ্র হ'য়ে উঠে অমলেন্দু রায়। অবলম্বনের নামান্তরে ডেকে আনে জটিলতা। মাটিতে ও মানুষে লেগে যায় অনাদিকালের সঙ্ঘর্ষ! মানুষ পুড়ে যায় সেই আগুনে!

তবু মানুষের চলার বিরাম নেই! চলেছে সেই একই পথ দিয়ে!

চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ নায়করূপে দেখা দিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ শশধর। মৃত্যু তার দ্বারদেশে, মাত্র সাড়ে তিন হাত মাটি তার আসন্ন প্রয়োজন; কিন্তু—

কিন্তু সত্যিকারের এই প্রয়োজনকে উপেক্ষা ক'রে অশ্বখুড়ের তলায় মনুষ্যত্বকে মাড়িয়ে দিয়ে বৃদ্ধ মানুষ উন্মাদবেগে ছুটে চলেছে শত সহস্র লক্ষ যোজনব্যাপী মাটির সন্ধানে! **যুগের পর যুগ এই যে চলেছে এর শেষ কোথায়?** পরিশেষের এই প্রশ্নটুকুর উত্তর দেবেন আপনারা! বলুন, এর **শেষ কোথায়?**

সঙ্গীত

—এক—

আমি এত দোষী কিসে
ঐ যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভার
সারাদিন মা কাঁদি বসে ॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি নাম সাধনা করি বসে
কিন্তু এমন কল করেছে কালী বেঁধে রাখে
মায়া পাশে
কালীর পদে মনের খেদে
দ্বিজ রামপ্রসাদে ভাষে
আমার সেই যে কালী মনের কালী
হলেম কালী তার বিষয় বশে
এমন কল করেছে কালী
বেঁধে রাখে মায়া পাশে ॥

"রামপ্রসাদ"

★ ★ ★

—দুই—

আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে
ডাল মিকিল বাদ্য বাজে
বাজতে বাজতে চল্‌লো ঢুলি
ঢুলি গেল কমলা পুলি
কমলা পুলি টেটা
সুয্যি মামার বেটা
হাড় মুর মুর কেলো জিরে
রসুন কসুন পানের বিরে
আয় লবঙ্গ হাটে যাই
এক খিলি পান কিনে খাই
সেই খিলিটি ফোঁপড়া
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া
হলুদ বনে কলুদ ফুল
মামার নামে টগর ফুল ॥

"সংগ্রহ"

★ ★ ★

—তিন—

ও রাখালিয়া
রাখাল রাজা রাখাল রাজারে
ওরে রাখালিয়া
শুনবে যদি পাখীর গান শোন গো প্রিয়া ॥
কু-উ কু-উ পিউ পিউ
পিউ পিউ পিয়া ॥
নাম-না-জানা রাজার কুমার
রূপ-কথারই তুমি আমার গো
শ্যাম সম তুঁহু মম ওগো মোহনিয়া ॥
এই আমার শ্যাম কুণ্ডু এই আমার রাধা কুণ্ডু
তুমিই আমার গিরি গোবর্দ্ধন
মধুর মধুর বংশী বাজে এই তো আমার বৃন্দাবন ॥
চাই না আমি বর্ম্মা ভরা চুনী মণি
তুমিই আমার গোলকুণ্ডার হীরার খনি
তুমিই আমার মাথার মণি
তুমিই আমার হিয়া ॥

সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়

—চার—

এ জগৎ মে কোই নেহি আপ্না
দেখ্ইয়ে সারে ঢং হ্যায় স্বপ্না
আপ্নে মতলবকে সব জান হ্যায়
নেহি কিসিকি ঔর
সজনরে ঢালক যা কিসি ঔর
পিলে পিলে এ্যায়সা পেয়ালে সজনরে
ঢালক যা কিসি ঔর
এ্যায়সা নেহারের রসকে পেয়ালে
পিপি কর্ সব্ ভ্যর মাতোয়ালে
প্রেম নামমে বন্ গৈ অন্ধে
দেখত্ নেহি কিসি ঔর
গোড়ে গোড়ে হাঁযোসে পেয়ালে পিলে
পিকর বালময়া হামে আপনালে
তোড়না দ্বিজ মন মোর ঢালক যা কিসি ঔর
উন্‌তিরছি নজরসে তীর না চালাও
মুঝকো সজনোয়া নানল চাও
কেঁও কি দিল্ হ্যাম মেরা কম জোর
ঢালক্ যা কিসি ঔর ॥

হরিচরণ দাস

—পাঁচ—

ধ্যান মগ্ন কেন মহেশ্বর
এ মহা দুর্দ্দিনে,
বিশ্বের বুকে প্রলয়ের ঝড়
পশে নাকি তব শ্রবণে
আজি এ দুর্দ্দিনে।
আর্ত্ত ধরার কণ্ঠস্বর
স্তব্ধ আজি ভীত চরাচর
জাগো মহাদেব ওহে যোগীবর
চাহ প্রসন্ন নয়নে
আজি এ দুর্দ্দিনে।

কথা ঃ স্নেহ চৌধুরী (লক্ষ্ণৌ)
সৌজন্যে ঃ অরুণা গুপ্তা (লক্ষ্ণৌ)
কণ্ঠ ঃ গীতা চক্রবর্ত্তী (লক্ষ্ণৌ)

★ ★ ★

— ছয় —

এসো হে কৃষ্ণ এসো হে কৃষ্ণ
তুঁহু বিনে ঝুরে আঁখি
কৃষ্ণ মেঘের দরশন আশে
কাঁদিছে চাতক পাখী
এসো হে এসো প্রাণ সখা এসো
প্রাণ যেন হায় চাতক পাখী
(দেহ পিঞ্জরে কাঁদে থাকি থাকি)
কাঁদিছে কৃষ্ণ অলি কাঁদিছে কৃষ্ণ কলি
(কাঁদে গো কাঁদে গো) (যমুনারি জলধারা)
(কাঁদে রাই বিনোদিনী)

কাঁদে রাই বিনোদিনী মণিহারা যেন ফণী
কৃষ্ণকান্ত মণিহারা
(হারিয়ে গেছে) (মাথার মণি হারিয়ে গেছে)
(নীলমণি তার নয়ন মণি হারিয়ে গেছে)
নিঠুর নিদয় পাষান হৃদয়
কৃষ্ণ হে প্রাণ সখা
পাষাণে তোমার মুরতি গড়িনু
দাও দেখা দাও দেখা।

মোহিনী চৌধুরী

সুধীরবন্ধু প্রোডাকসন্সের

প্রথম নিবেদন

জীবানন্দের জীবন-নাটক

রচনা ও পরিচালনা—সুধীরবন্ধু

সম্ভ্রান্ত শিল্পী সম্মেলন!

চলন্তিকার

তৃতীয় নিবেদন

শৈলজানন্দ রচিত

চিত্রনাট্য অবলম্বনে

এক যে ছিল রাণী

কাহিনী ও পরিচালনা— সুধীরবন্ধু

চলন্তিকা চিত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে প্রচার-সচিব শ্রীঅমলেন্দু রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, কলিকাতা।

মূল্য—দুই আনা